

ড. এ কে আব্দুল মোমেন : জিজ্ঞা গ্রেপ্তার, খালেদার ভারত সফর কি নির্বাচনের নীলনকশার প্রথম অধ্যায়?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পাক-ভারত সফরে বাংলাদেশ বাদ পড়লে খালেদা জিয়া সরকার মার্কিন সরকারের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আকর্ষণে ইসলামি জিজ্ঞা নামে পরিচিত কুখ্যাত শায়খ আব্দুর

রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাইকে পর পর বেশ ঘট করে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর এদের 'ক্রস-ফায়ারে' হত্যা না করে সরকার কি শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়লো; যেমনটি ঘটেছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাগ্যে!

এদের গ্রেপ্তারের পর পরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং বিদেশী কূটনীতিবিদদের সম্মেলন করে তাদের অবগত করান। তবে সবার জানা আছে যে আজ ২/৩ বছর হলো মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাভাইকে ধরার জন্য জোর চাপ প্রয়োগ করছিল এবং এমনকি তৎকালীন ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেরি টমাস একপর্যায়ে সাংবাদিকদের আশ্বাস দেন যে 'বাংলাভাইকে খুব শিগগিরই ধরা হবে।' তবে বিভিন্ন অজুহাতে বাংলাদেশ সরকার এদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আগলে রাখে। এদের ধরার জন্য লাখ লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে মার্কিনদের বোকা বানানোর চেষ্টা করে। তবে সরকারের সব প্রচেষ্টা যখন ভেস্তে গেলো তখন সরকার প্রধান খালেদা জিয়া সন্তোষ দমনে প্রেসিডেন্ট বুশের একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুশাররফের শরণাপন্ন হন। 'কিস' এবার তাতে কাজ হয়নি। কথিত আছে যে, ইতিপূর্বে জেনারেল মুশাররফ প্রেসিডেন্ট বুশকে খালেদা জিয়া সম্পর্কে ব্রিফ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, 'ঝষব রং রহ ডুং রংফব্র' সে আমাদের পক্ষে এবং সেই থেকে মার্কিন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা 'বাংলাদেশে মৌলবাদের অবস্থান নেই' এবং বাংলাভাই, শায়খ রহমান, জিজ্ঞাদের উত্থানের খবরাখবর-এগুলো ভারতীয় টাকায় লালিতপালিত বাংলাদেশী সংবাদ মাধ্যমের তৈরি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এর ফলে স্বদেশী-বিদেশী সকল সংবাদ মাধ্যমকে উপেক্ষা করে তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন 'বাংলাদেশে মৌলবাদ নেই' বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেরি টমাস ওয়াশিংটনে 'হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের' মতো কটরপন্থী সংস্থায় ঘোষণা করেন যে, 'মডারেট ইসলাম' শেখানোর জন্য প্রতি বছর মার্কিন নাগরিকদের করে টাকায় প্রায় ৪০ জন বাঙালি মাদ্রাসা গ্রাজুয়েট এবং সমসংখ্যক ইমামদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্কলারশিপ দিয়ে আনা হবে। তবে যখন বোমাবাজি স্বদেশের সর্বত্র ছড়াতে থাকে এবং 'সুইসাইড বোমাবাজের' জনের প্রমাণ পাওয়া যায় তখন মার্কিন সরকার অনুরূপ ঝুঁকি নিতে চিন্তিত হয়। এই শতাব্দীর স্কলারের একজনও যদি মার্কিন ভূমিতে আত্মঘাতী বোমা ফোটার তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত বাংলাদেশী রয়েছেন তাদের তো বারোটা বাজবেই, হয়রানির শেষ থাকবে না- তাছাড়া মার্কিন সংবাদমাধ্যমও বিরোধী দলের চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট বুশের 'ইমপিচমেন্ট'ও হতে পারে সন্দেহে বিষয়টি তারা নতুন করে বিবেচনা করছেন। শোনা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত হেরি টমাস যিনি এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি খুব শিগগিরই বাংলাদেশে মৌলবাদের অবস্থান সম্পর্কে সত্যিকার তথ্য সংগ্রহ করতে সফরে যাবেন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ মন্ত্রণালয়ে দুধরনের মতামতের লোক রয়েছেন- একদল প্রেসিডেন্ট যা বলেন বা যে ধরনের চিন্তা করেন তারা তার প্রতিফলন ঘটান তাদের বক্তব্যে, আচরণে, কাজে-কর্মে এবং সে ধরনের মতামতকে সত্য বলে প্রমাণিত করার জন্য সত্য/অসত্য তথ্য সংগ্রহ ও সংযোজন করেন। এমনটি ইরাকের ক্ষেত্রে হয়েছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও হচ্ছে!

তবে অত্র সংস্থার আরেক দল কর্মচারী রয়েছেন যারা 'ঝষব রং রহ ডুং রংফব্র' এমন ধরনের কারো সার্টিফিকেটের ওপর বিশ্বাস করেন না। তারা আসল তথ্য সংগ্রহ করেন, তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তারা যাচাই করেন 'কেন বাংলাদেশে কোনো জিজ্ঞা হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত হয় না, বিচার হয় না।' কেন সরকার বাহাদুর সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার জিজ্ঞা হত্যায় কে বা কারা গ্রেপ্তার সাপ্লাই করলো, তাকে হত্যা করার জন্য ডাইভার, গার্ড বা অনুরূপ লোকদের কী কারণ বা মোটিভ থাকতে পারে তা যাচাই করেন। এদের ধারণা হচ্ছে যে, বাংলাদেশে সরকারি মদদে জিজ্ঞা তৎপরতা বাড়ছে। তবে তারা বার বার হতাশ হচ্ছেন এই ভেবে যে, যারা সরকারে আছেন তারা তো দেশে আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন হোক, দেশে জিজ্ঞা তৎপরতা কমুক- তাই চাইবেন। এমতাবস্থায় তারা কিভাবে সন্ত্রাসীদের মদদদাতা হতে পারেন! এর ফলে যখনই কেউ তাদের বলেন যে, 'জিজ্ঞা উত্থানে সরকারের সম্পৃক্ততা রয়েছে' তারা তা তখন বিশ্বাস করতে পারেন না। তবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সরকার যেভাবে সন্ত্রাসীদের আড়াল করে রাখছে, তাদের হয়ে সাফাই গাচ্ছে, তাদের বিচার করছে না- তা দেখে তাদের সন্দেহ বাড়ছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাভাই ও শায়খ রহমান প্রায় ৫ জন মন্ত্রীর সম্পৃক্ততার কথা জানিয়েছেন। এসব তথ্য প্রকাশ হলে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। অনেকের ধারণা সরকার যদি জিজ্ঞা দমনে আন্তরিক হয় তাহলে প্রথমত, এসব মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করে রিমাডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করাতে। দ্বিতীয়ত, এদের থেকে তথ্যগ্রহণ স্বচ্ছ ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়া দরকার। এদের বিচারে যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না হয়, এদের মদদদাতাদের যাতে আড়াল না করা হয় তার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বা ট্রাইব্যুনালে এদের বিচার প্রয়োজনবোধ করি।

বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক হত্যার সুষ্ঠু বিচার হয়নি কখনো। ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবীদের যারা হত্যা করেছে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছে এবং পরবর্তী সময়ে ডাক্তার মিলন হত্যা বা বর্তমানে আহসানউল্লাহ মাস্টার, শাহ এ এম এস কিবরিয়া, ড. হুমায়ুন আজাদ, ড. মোহাম্মদ ইউনুস বা রাজনৈতিক হামলা ও আক্রমণ যেমন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ড. কামাল হোসেন প্রমুখের ওপর যারা আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের কারো সত্যিকার শাস্তি হয়নি। তাদের আক্রমণকারীদের মদদদাতা বা গডফাদারদের কখনো শাস্তি করা হয়নি বা শাস্তি হয়নি এবং এর ফলে দেশে বিচার বিভাগের প্রতি সন্দেহ এবং সত্যিকার বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা দিন দিন বাড়ছে। সরকার যদি আন্তরিক হয় তাহলে তাদের উচিত এসব সন্ত্রাসীর স্বচ্ছ বিচার করা। তা না হলে বুঝতে হবে যে, এতে সরকার আন্তরিক নয়। বাজারের গুজব- সরকার এদের সৃষ্টি করেছে- একেবারে সত্য। আবার কেউ কেউ বলছেন যে, খালেদা জিয়া নিজের গদি ঠিক রাখতে 'সবকিছুই' করতে পারবেন। দেশের জনগণের ও বিদেশী সরকারসমূহের চাপের মুখে তিনি বাধ্য হয়ে বাংলাভাই ও শায়খ রহমানকে ধরেছেন যেমনি, ঠিক একইভাবে তিনি গেলো বছর বিশ্বব্যাপক ও দাতাদেশসমূহের চাপে দুটি জিজ্ঞা সংস্থা- 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' এবং 'হোজ্জাতুল মুজাহিদীন' সংস্থাসমূহকে বেআইনি ঘোষণা করেন। সুতরাং চাপের মুখে তিনি সব করতে রাজি। এমতাবস্থায় অনেকের ধারণা তিনি চাপের মুখে প্রথমত বিচারপতি এম এ হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হওয়া থেকে বিরত রাখবেন এবং প্রধান ইলেকশন কমিশনার জাস্টিস এম এ

আজিজকে অজুহাত তুলে বরখাস্ত করবেন। আজিজের দিন কি ঘনিয়ে এলো? তবে তিনি নির্বাচনে জেতার জন্য যে কলকারখানা ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করেছেন তাতে ছাড় দেবেন না। আবার কেউ কেউ মনে করেন তিনি নির্বাচনের আগে তার একাধিক দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীসহ অনেক বড়ো বড়ো ঘুষখোর দুর্নীতিপরায়ণ ও যথেষ্ট আমলাদের গ্রেপ্তার করে জনগণের বাহবা লুটতে চেষ্টা করবেন। উদ্দেশ্য, দুর্নীতিপরায়ণদের শাস্তি দেওয়া নয়, দুর্নীতি দূরীকরণ নয়, বরং নিজের গদি ঠিক রাখা। অনেকের সন্দেহ যে, সরকার সন্ত্রাসীদের শাস্তি দেবে না এবং কার্যকর নীতিও করবে না— এগুলো লোক ঠকানোর প্রচেষ্টা। কেউ কেউ মনে করেন যে, খালেদা জিয়ার বিএনপি সংগঠন ‘জামাতে ইসলাম’কে আগামী নির্বাচনে ‘সাইজ’ বা ‘কন্ট্রোলে’ রাখার জন্য পরিকল্পনামাফিক জামাতিদের জিজ্ঞাসিত তৎপরতায় সম্পৃক্ততা রয়েছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। যেসব মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীকে আগামী নির্বাচনে নমিনেশন দেওয়ার ইচ্ছা নেই বা জামাতিদের যাতে অল্প নমিনেশন দিয়ে কন্ট্রোলে রাখা যায় তার জন্য সরকার বেছে বেছে তথ্যপ্রকাশ করেছে যে ‘অমুক জিজ্ঞাসাদের সঙ্গে অমুক জড়িত’ ইত্যাদি। সুতরাং অনেকের ধারণা জিজ্ঞাসাদের তরফ থেকে যেসব ‘নির্বাচিত বা সিলেকটেড’ তথ্য বের হয়ে আসছে তা নির্বাচনে জয়লাভের নীল নকশার অঙ্গভূক্ত। নতুন সরকারের কড়া পাহারায় যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, যেখানে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষেধ সেখান থেকে জিজ্ঞাসা কী কী বলছে, কে কে জড়িত, কোন মন্ত্রীর গাড়িতে করে পতাকা উড়িয়ে জিজ্ঞাসা রহমান সিলেট যান— তা হুবহু প্রকাশ পাচ্ছে— এ তো কম কথা নয়! এসব তথ্য তাই বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

যারা ‘বাংলাদেশ বিমানের’ সঙ্গে জড়িত তাদের কেউ কেউ বলছেন যে, বার বার রিমান্ড কেলেঙ্কারির যেসব ঘটনা ঘটছে বা প্রকাশ পাচ্ছে তা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। তারা মনে করেন যে নির্বাচনের আগে যদি ২/৩টি এয়ারবাস বা ৭০৭ বিমান কেনা যায় তাহলে বেশ কিছুটা টাকা এদিক-ওদিক করা যাবে যা আগামী নির্বাচনে ব্যয় করা সহজ হবে। এদের ধারণা, জিজ্ঞাসাদের ক্ষেত্রেও একই পরিকল্পনা কাজ করছে।

সুতরাং আগামী অক্টোবরের আগেই দেশবাসী পরপর অনেকগুলো অভাবনীয় বা নাটকীয় ঘটনার সম্মুখীন হতে পারেন বৈকি। প্রথমত, বহুসংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ আমলা ও রাজনীতিবিদ গ্রেপ্তার হতে পারেন। দ্বিতীয়ত, বিচারপতি হাসান, আজিজ বা অনুরূপ কেউ কেউ ‘নির্বাচনের বলি’ হতে পারেন। জিজ্ঞাসাদের গ্রেপ্তার করে ‘র‍্যাব’ যথেষ্ট বাহবা অর্জন করেছে। সুতরাং এমতাবস্থায় র‍্যাবকে দিয়ে বিরোধী দলের কয়েকজন একনিষ্ঠ কর্মী এবং যারা নির্বাচনে জয়লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের গোপনে হত্যা করা হতে পারে। এভাবে পথের কাঁটা দূর করা হবে এবং এসব জিজ্ঞাসা দমন তৎপরতা ঢাকঢোল বাজিয়ে বিশ্বচাপকে ঠেঙানোও সম্ভব হবে। একই সঙ্গে জামাতকেও সাইজ করা সম্ভব হলো। এক টিলে অনেক পাখি শিকার ব্রাভো, ব্রাভো!

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ— এটা জাতির বিশেষ করে ঐক্যজোট সরকারের জীবনমরণ অবস্থা। আসন্ন নির্বাচনে ঐক্যজোট সরকার যদি ফেল করে তাহলে তাদের যেসব নেতা-পাতিনেতা দেশের সমুহ সম্পদ লুট করেছেন বা অন্যায়ভাবে বিনাবিচারে মানুষ হত্যা করেছেন তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুতরাং যেকোনো কৌশলে তাদের জিততেই হবে— অন্যথায় তারেক জিয়ার সুরে সুর মিলিয়ে ‘আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না’। সুতরাং আসন্ন নির্বাচনের আগে অনেক ভেলকিবাজি, অনেক নাটক, অনেক প্রহসন দেখার সুযোগ রয়েছে। খালেদার ভারত সফর, পাকিস্তান সফর এই নীলনকশার এক প্রাথমিক অধ্যায়। আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশের আর্মি, আমলাকুল ও পুলিশ বাহিনী ছাড়াও যারা প্রভাব ফেলতে পারে তারা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও পাকিস্তান। সুতরাং এসব স্টক হোল্ডারদের ক্ষেপালে চলবে কী করে? খালেদা জিয়া আগামী ৯ মাসের মধ্যে গদি ছাড়ার আগেই এদের সল’ফির জন্য অনেক কিছুই করবেন বলে আমরা আশা করি। তাছাড়া আগামী নির্বাচনে পরাজয়ের ভয়েও তিনি হয়তো কিবরিয়ার হত্যা মামলা বা অনুরূপ মামলাসমূহ তড়িঘড়ি করে এমনভাবে নিষ্পত্তি করবেন যাতে আগামীতে এগুলোর সাক্ষীগোপাল ও ইভিডেন্স বা নির্দেশনার কোনো চিহ্ন মাত্র না থাকে যাতে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে অনেক তোষামোদকারী বা খয়েরখার কপালে দুঃখ আছে, অনেক অবাক হওয়ার ঘটনা হাতছানি দিচ্ছে!!!

বোস্টন

ড. এ কে আব্দুল মোমেন : অর্থনীতিবিদ।